প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতির ওপর মতামত দেয়ার সময় বৃদ্ধির দাবি

শিক্ষানীতি বাস্তবায়নই বড় চ্যালেঞ্জ ঃ বিশেষজ্ঞদের অভিমত

॥ নিজামুল হক ॥

প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নই হবে সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ - এমনটি মনে করছেন শিক্ষাবিদসহ সংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী, যা বাস্তবায়ন করা দুরূহ। তবে যাই হোক শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা উচিত।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে অবকাঠামো রয়েছে তাতে প্রাথমিক স্তর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাস্তবায়ন কঠিন। যে শিক্ষানীতি প্রস্তাব করা হয়েছে তা বাস্তবায়নে সরকারের খরচ হবে ৬৮ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে দেশের ৮০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবকাঠামো তৈরিতে সরকারের খরচ হবে ৩০ হাজার ৯শ কোটি টাকা। যার সংস্থান সময় সাপেক্ষ। অবশ্য শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান কাজী খলীকুজ্জমান সাংবাদিকদের বলেছেন, শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হবে নয় বছরে। নয় বছরের জন্য ৬৮ হাজার কোটি টাকা বড় কোন বিষয় নয়। আবার শিক্ষানীতিতে ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা উল্লেখ থাকায় ইসলামী দলগুলো বিরোধিতা করেছে। তারা শিক্ষানীতিকে ইসলাম বিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়া বাস্তবায়নের যে কৌশলের কথা বলা হয়েছে তা যথেষ্ট নয় বলেও তারা মনে করেন।

বর্তমান শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তর ধাপে ধাপে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত, মাধ্যমিক স্তর নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত, পাঁচ বছর বয়সোর্ধ্ব শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু, কারিগরি শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব, ৩ বছর মেয়াদী ডিগ্রি কোর্সকে পর্যায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪ বছর মেয়াদী অনার্স কোর্সে রূপান্তরিত করা প্রস্তাব দেয়া হয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০৩ প্রণয়ন কমিটির প্রধান অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা ইত্তেফাককে বলেন, প্রাথমিক স্তর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বৃদ্ধি করা ঠিক হবে না। এটা করা হলে এ খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ, নতুন শিক্ষক নিয়োগের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হবে তার সংস্থান সহজ বিষয় নয়। তিনি বলেন, বর্তমানে যে প্রশাসন ব্যবস্থা রয়েছে তার মাধ্যমে এ শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তবে শিক্ষামন্ত্রীর উৎসাহ রয়েছে, যা আশাব্যঞ্জক।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান অবকাঠামোর মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন কঠিন। কলামিষ্ট সাদেক খান সাংবাদিকদের বলেন, শিক্ষানীতিকে গবেষণার মাধ্যমে ধাপে ধাপে উন্নত করতে হবে। তিনি সর্বজনীন শিক্ষানীতি তৈরীতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোকে শিক্ষানীতির অন্তর্ভুক্ত করে বহু ভাষাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের পক্ষে মত দেন। অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ বলেন, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা পেশ করা হয়েছে। আসলে ধর্মনিরপেক্ষতা অবস্থায় কোন শিক্ষার উৎপত্তি হয়নি। শিক্ষার উৎপত্তি মসজিদ-মন্দির থেকেই। তিনি বলেন, এর মধ্যে নয়টি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। কোন শিক্ষা কমিশনই প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে পারেনি।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হাফিজ জি এ সিদ্দিকী বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখলেও জাতীয় শিক্ষানীতিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে খুব সামান্যই বক্তব্য রাখা হয়েছে।

অন্যদিকে আগামীকাল বুধবার শিক্ষানীতির ওপর মতামত প্রদানের শেষদিন। কিন্তু মতামত প্রদানের জন্য এ সময় খুবই কম। এ কারণে বিভিন্ন মহলের পক্ষ থেকে সময় বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি পেশ করা হয়। ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় আরো দুইদিন পর, সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছে, এ স্বল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষানীতি পড়ে এ বিষয় মতামত দেয়া সম্ভব নয়। গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, সরকার ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে, যা যথেষ্ট নয়। শিক্ষা সচিব আতাউর রহমান ইত্তেফাককে বলেন, বিভিন্ন মহল থেকে সময় বৃদ্ধির দাবি আসছে। এ বিষয়ে ৩০ সেপ্টেম্বরের পরই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এছাড়া বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষা সমিতির আহবায়ক মাওলানা আবু ছালেহ মোঃ খুরশীদ আলম, সদস্য সচিব এ টি এম রুহুল্লাহ, জাতীয় তাফসীর পরিষদের চেয়ারম্যান মাওলানা আহমদ আবদুল কাইয়ুম, আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ অভিভাবক ফোরামের চেয়ারম্যান জিয়াউল কবির দুলু পৃথক পৃথক বিবৃতিতে শিক্ষানীতির বিষয় মতামত প্রদানের সময়সীমা বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছেন।